Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the '*Committee on Publication Ethics*'

Online ISSN:2584-184X

Research Article

প্রাচীন গ্রিসের জীবনযাত্রায় পলিশের (polis) ভূমিকা

সত্য বর

ফলতা, দঃ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ; ভারত

Corresponding Author: *সত্য বর

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19352046

Abstract

প্রাচীন গ্রিসের জীবনযাত্রা ছিল মূলত নগর রাষ্ট্র কেন্দ্রিক। খ্রিস্টপূর্বকালের প্রাচীন গ্রিসে অনেকগুলি ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র ছিল। নগর রাষ্ট্রগুলিকে বলা হত পলিশ (polis)। প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্র ছিল একে অন্যের থেকে পৃথক। প্রাচীনকালের গ্রিসের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নগর রাষ্ট্র হল - এথেন্স, স্পার্টা, থিবস, সিরাকুরুজ, ডেলফি ও আক্রোগাস। তবে প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্র গুলির মধ্য এথেন্স ও স্পার্টা ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্র ছিল প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ। নগর রাষ্ট্রগুলি মূলত আকারে ছোট ছোট ছিল। জনসংখ্যা ছিল নগর রাষ্ট্রগুলিতে খুবই কম। কোন কোন নগর রাষ্ট্রে ছিল 3 লক্ষের বেশি জনসংখ্যা। আবার অনেক নগর রাষ্ট্রে ছিল ১০ থেকে ২০ হাজার জনসংখ্যা। নগর রাষ্ট্রের জনসংখাকে মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হলো দাস। যারা প্রাচীন গ্রিসের সমাজ জীবনে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকত। এই দাসদের কোন অধিকার ছিল না। এরা মূলত ক্রীতদাস হিসাবে পরিগণিত হতো। প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রে দাস ছাড়াও আরেকটি শ্রেণি হল আবাসিক বিদেশি। আবাসিক বিদেশীদের কিন্তু কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। অবশ্য দাসদের থেকে এরা বেশি অধিকার ভোগ করতো। এই দুই শ্রেণি ছাড়াও প্রাচীন গ্রিসে আরেকটি শ্রেণি ছিল যারা নাগরিক রূপে পরিগণিত হতো। নাগরিকরা সমস্ত রকম অধিকার ভোগ করতো। তার সাথে সাথে সমস্ত প্রশাসনিক কাজে তারা অংশগ্রহণ করতে পারতো। প্রাচীন গ্রিসে নগর রাষ্ট্রগুলি এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত থেকে পরিচালিত হতো। খ্রিস্টপূর্বকালের প্রাচীন গ্রিসের বিভিন্ন নগর রাষ্ট্র গুলির মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল এথেন্স ও স্পার্টা। প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলি পরিচালিত হতো বিশেষ করে এথেন্স পাঁচটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এগুলি হল নগরসভা,ডেমি, দশ সেনাধ্যক্ষ পরিষদ, পাঁচশতের পরিষদ এবং আদালত ব্যবস্থা। এই পাঁচটি পরিষদের মধ্যে সবথেকে বড় প্রতিষ্ঠান হল নগর সভা। নগর সভা তে নগর রাষ্ট্রের কুড়ি বছরের বেশি বয়সি পুরুষ নাগরিকরা অংশগ্রহণ করতে পারতেন। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতো ডেমি (Deme)। ডেমিগুলি নগর রাষ্ট্রের স্থানীয় শাসনের মূল একক হিসাবে কাজ করতো। দশ সেনাধ্যক্ষের পরিষদটি মূলত নগর রাষ্ট্রের সামরিক দায়-দায়িত্ব পালন করতো। এছাড়াও এই পরিষদ নগর রাষ্ট্রগুলিতে বৈদেশিক নীতি রূপায়নের সঙ্গে যুক্ত থাকতো। পাঁচ শতের পরিষদ ছিল নগর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক সংস্থা। নগর রাষ্ট্রের যাবতীয় সরকারি কাজকর্ম পরিচালিত করতো এই পরিষদ। এবং সর্বশেষ সংস্থাটি হলো আদালত। আদালত নগর রাষ্ট্রের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করতে পারতো। এবং আদালতের রায় ছিল চূড়ান্ত। সকলে তা মেনে নিতে বাধ্য থাকতো। সমগ্র এথেনীয় নগর রাষ্ট্র এই ভাবেই পরিচালিত হতো। প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলির একটি নেতিবাচক দিক হলো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। দাস ব্যবস্থা চালু থাকার জন্যই তখন নগর রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হতো। কারণ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকত ক্রীতদাসেরাই।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 01-02-2026
- **Accepted:** 23-02-2026
- **Published:** 31-03-2026
- **MRR:**4(3); 2026: 396-400
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

সত্য বর. প্রাচীন গ্রিসের জীবনযাত্রায় পলিশের (**polis)** ভূমিকা, India. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(3):396-400.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

KEYWORDS: পলিশ, গ্রিক, এথেন্স, ক্রীতদাস

© 2026 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. INTRODUCTION

প্রাচীন গ্রিসে সর্বপ্রথম যুক্তিবাদী চিন্তা প্রকাশ পেয়েছিল। সমস্ত রকমের অজ্ঞতাকে দূর করে যুক্তিবাদী চিন্তা ও দর্শনকে প্রাধান্য দিয়েছিল প্রাচীন গ্রিসীয়রা। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রথম প্রসার ঘটেছিল গ্রিকদের হাত ধরে। এর ফলস্বরূপ প্রাচীন গ্রিসে দেখা গিয়েছিল এক উন্নত সভ্যতা। গ্রীকদের শিল্প,সাহিত্য,সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল। বর্তমানে আমরা রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারি। এই রাষ্ট্রচিন্তা নামক বিষয়টির প্রথম ধারণা তৈরি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রিসে। তাই অধ্যাপক বার্কার বলেছেন যে, ১ " গ্রিসীয় যুগ হচ্ছে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের প্রথম সোপান "। প্রাচীন গ্রিসের জীবনযাত্রা ছিল মূলত নগর কেন্দ্রিক। প্রাচীন গ্রিসে অনেকগুলি ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হতো। নগর গুলিকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন গ্রিসীয় সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। গ্রিকরা নগর রাষ্ট্রগুলিকে পলিশ(polis) নামে অভিহিত করতো। প্রাচীন গ্রিসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি নগর রাষ্ট্র ছিল তাদের মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টা ছিল উল্লেখযোগ্য । প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্র স্বতন্ত্রভাবে থাকতো। গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি ছিল দাস ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। এই প্রেক্ষিতেই নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রায়শই সংঘর্ষ লেগে থাকতো। যা সমগ্র প্রাচীন গ্রীসে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রিসীয়রা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সমাজকেন্দ্রিক জীবন যাপন করতো। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নগর রাষ্ট্রের নাগরিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ওয়ে পারের মতে, ২ "গ্রীসবাসীরা নগর রাষ্ট্রের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে, নগর রাষ্ট্রের পরিচয়েই তারা পরিচিত হতো"।

2. METHODOLOGY

এই বিষয়টির ক্ষেত্রে গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এবং প্রাথমিক উৎস হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থ,জার্নাল, আর্টিকেল ও অনলাইন রিসোর্স গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের প্রকৃতি,জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বিষয়টিকে উপস্থাপনা করা হয়েছে। এবং আধুনিক কালে প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলির প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

3. DISCUSSION

পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে শিক্ষা -দীক্ষা সংস্কৃতি, জ্ঞান -বিজ্ঞান চর্চা ও দার্শনিক চিন্তাভাবনা র প্রথম প্রসার ঘটেছিল প্রাচীন গ্রিসে। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রিকদের মধ্যে যে যুক্তিবাদী মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছিল তা আজও আধুনিক যুগে অনন্য প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাচীনকালের গ্রীস অনেকগুলি ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। নগর রাষ্ট্রগুলিকে গ্রীক ভাষায় বলা হত পলিশ (polis)। আধুনিক কালের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পলিশের মিল ছিল না। পলিশ গুলি ছিল খুব ছোট ছোট আকারের। প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্র প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকতো। নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় থাকতো না। নগর রাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যা আধুনিককালের নগরগুলির থেকেও অনেক কম থাকতো। নগররাষ্ট্র গুলি ছিল বর্তমান সময়ে এক একটি সংঘের মত। বিভিন্ন সংঘের মধ্যে যেমন স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায় এবং প্রত্যেকে একসঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকার মানসিকতা দেখায় তা নগর রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও উল্লেখ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্কারের মতে, ৩ "নগর রাষ্ট্রগুলি ছিল এক একটি সংঘের মতো"। আমরা বর্তমানে এই বৃহৎ জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাষ্ট্র কিংবা নগর দেখতে পায়। কিন্তু প্রাচীনকালে গ্রিস দেশের নগরগুলির জনসংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কোন কোন নগর রাষ্ট্রের যেমন এথেন্স ও স্পার্টার জনসংখ্যা তিন লক্ষের বেশি ছিল। অন্যদিকে বেশিরভাগ নগর রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল কুড়ি হাজারের কম। প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টোটল ব

লেছিলেন,"৪" একটি নগরের পক্ষে ১০ জন মানুষ হলো খুবই অল্প সংখ্যক নাগরিক, আবার ৭ সহস্র মানুষ হলো খুবই বেশি সংখ্যক নাগরিক "। গ্রিক নগর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের জনসংখ্যা সম্পর্কিত ধারণাটি বর্তমান নগর গুলির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। আমরা বর্তমানে প্রত্যক্ষ করি কলকাতা,মুম্বাই ,আমেদাবাদ, প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলিতে জনসংখ্যা অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলির প্রেক্ষিতে বর্তমান নগর গুলিতে জনসংখ্যা অনেক বেশি। গ্রীকরা মনে করতো জনসংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে শাসন কাজে প্রত্যক্ষভাবে সকল নাগরিক সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ্য যে,প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের নাগরিকরা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। প্রাচীন গ্রীক পলিশ গুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে বিভক্ত থাকলেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল লক্ষ্য করা যেত। নগর রাষ্ট্রগুলিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপণ করা যেত না। কারণ নগর রাষ্ট্রের নাগরিকরা সকলে মিলে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করতো। প্রাচীন গ্রিসের প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্রই বিভক্ত ছিল তিনটি প্রধান শ্রেণীতে। এথেন্স, স্পার্টা সহ সমস্ত নগর রাষ্ট্রেই এই বিভাজন পরিলক্ষিত হতো। প্রাচীন গ্রিসে নগর রাষ্ট্রগুলিতে সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে আরেকটি জায়গা হল ক্রীতদাস প্রথা। শুধুমাত্র প্রাচীন গ্রিসের ক্ষেত্রেই নয়,সমগ্র ইউরোপে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে ক্রীতদাস প্রথা ছিল খুবই প্রচলিত একটি বিষয়। তাই প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্রে দেখা যেত ক্রীতদাস ব্যবস্থা। প্রাচীন গ্রিসের যে পলিশ গুলি ছিল তার মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পলিশ হলো এথেন্স, স্পার্টা, থিবস,সিরাক্রুজ,আক্রাগাস, প্রভৃতি। প্রাচীন গ্রিসে যে সমস্ত পলিশ গুলি ছিল, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল এথেন্স। এথেন্স নগর রাষ্ট্রের পরিচয়ের মধ্য দিয়েই প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলির পরিচয় ফুটে উঠত। সমগ্র এথেন্স নগর রাষ্ট্রকে প্রধান তিনটি

© 2026 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে ছিল দাস, বিদেশি ও নাগরিক। নগর রাষ্ট্রের মোট জনসমষ্টির প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিল দাস। সেই সময় নগর রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে দাসদের বিচার করা হতো নিম্ন শ্রেণি হিসাবে। জর্জ স্যাবাইনের মতানুসারে, ৫" এথেন্সের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই ছিল দাস"। এথেন্স সহ সমগ্র নগর রাষ্ট্রগুলিতে এই দাসদের কোন অধিকার ছিল না। প্রথমত তাদের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হতো না। সেই সঙ্গে ছিল না তাদের পৌর অধিকার সহ রাজনৈতিক অধিকার। প্রাচীন গ্রিসে সমস্ত রকমের স্বাধীনতা থেকে তারা বঞ্চিত হতো। কিন্তু নগর রাষ্ট্রগুলিতে এই দাস শ্রেণী উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকতো। ক্রীতদাসেরা ছিল উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়োজিত একশ্রেণী। সমস্ত অর্থনীতি নির্ভর করত তাদের শ্রমের উপর। যে নগর রাষ্ট্রের ক্রীতদাস বেশি থাকতো, সেই নগর রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটতো। আধুনিক যুগে উৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে প্রাচীন গ্রিসের উৎপাদনের ভিত্তি হিসাবে ক্রীতদাসদের তুলনা করা চলে। নগর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আরেকটি শ্রেণীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হতো তা হল মেটিক বা আবাসিক বিদেশী। এই আবাসিক বিদেশীরা ক্রীতদাসদের থেকে একটু উচ্চমানের জীবন যাপন করতে পারতো। মেটিকরা ভোগ করতে পারত সমস্ত রকমের পৌর অধিকার কিন্তু কোনভাবেই তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হতো না। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে যদি আমরা বিচার করি তাহলে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির প্রেক্ষিতে বিদেশীদের সঙ্গে মেটিকদের মিল খুঁজে পায়। যেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রে কর্মসূত্রে ও বিভিন্ন প্রয়োজনে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রে গিয়ে বসবাস করে। সে ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন রকমের পৌর অধিকার সহ নাগরিক অধিকার ভোগ করে থাকে। কিন্তু প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রের আবাসিক বিদেশীদের মতো কোনো রকমের রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে দেয়া হয় না। তৃতীয় যে শ্রেণীটি নগর রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হতো তা হল নাগরিক। নাগরিকরা ছিল প্রাচীন গ্রিসে নগর রাষ্ট্রগুলিতে জন্মগতভাবে স্বাধীন। নাগরিকেরা অন্য দুই শ্রেণীদের থেকে অতি উচ্চমানের জীবন যাপন ও অধিকার ভোগ করতো। নাগরিকদের ছিল সমস্ত রকমের পৌর অধিকার ও মুক্তভাবে জীবন যাপন করার অধিকার। সেই সঙ্গে তারা ভোগ করতো রাজনৈতিক অধিকার। এই রাজনৈতিক অধিকার শুধুমাত্র নাগরিকেরা ভোগ করতে পারতো। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল নাগরিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ৬" সরকারি ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকেই কেবল নাগরিক বলা হবে"। গ্রীক নগর রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক কাজকর্মে , প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারতো। কোনও কোনও লেখকের মতে এই নাগরিকতার লক্ষণীয় এক বৈশিষ্ট্য ছিল, ৭ "নিবিড় প্রতিবেশিত্বের ভাব"। তবে প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রের প্রায় সব কয়টি নগর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ক্রীতদাস ও নারীদের অবহেলিত করে রাখা হতো। না ছিলো তাদের রাজনৈতিক অধিকার,না ছিল তাদের পুর অধিকার। সেইসঙ্গে প্রাচীন নগর রাষ্ট্রগুলিতে নারীদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। সমগ্র গ্রিক সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে অবহেলিত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কাম্য নয়। প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্রের নাগরিকরা একসঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সমাজ জীবনে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতো। সম্প্রদায়গত জীবনকে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিল গ্রীক নাগরিকরা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যারিস্টোটল বলেছিলেন যে, ৮ "মানুষ হল রাজনৈতিক জীব"(political animal)। এই অর্থেই নগর রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে হতো।

তবে নগর রাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের মধ্যে একটি সংকট দেখা গিয়েছিল। নাগরিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বণিক, কৃষক এবং কারিগর। নাগরিক শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ ছিল - এক শ্রেণীর নাগরিক বিত্তশালী হয়ে ওঠা এবং আর এক শ্রেণীর নাগরিক দরিদ্র হয়ে পড়া। কারণ দাস মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে গরিব হয়ে পড়ে। প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলিতে একটি বিষয় লক্ষণীয় ছিল যে, প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্র স্বতন্ত্রভাবে থাকলেও তাদের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ক প্রায়শই থাকতো। এর কারণ ছিল সমগ্র নগর রাষ্ট্র পরিচালিত হতো দাস ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে দাসেরা নিয়োজিত থাকবে। নগর রাষ্ট্রের প্রগতি নির্ভর করতো ক্রীতদাসদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। তাই নগর রাষ্ট্রগুলি ক্রীতদাসের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রায়শই অন্য নগর রাষ্ট্র গুলির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। যুদ্ধের পর বিজয়ীপক্ষ পরাজিতদের ক্রীতদাস বানিয়ে নিত। এই প্রেক্ষিতেই নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। এর ফলে নগর রাষ্ট্রগুলি কখনোই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের চিন্তাভাবনা করতে পারেনি।

প্রাচীন গ্রিসে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যে এথেন্স নগর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোটি ছিল উল্লেখযোগ্য। এথেন্স নগর রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল নগর সভা যাকে গ্রীক ভাষায় এক্লেসিয়া(Ecclesia) বলা হত। গ্রিক নগর রাষ্ট্রের নারীরা নগর সভায় অংশ গ্রহন করতে পারতেন না। কুড়ি বছর বয়সের প্রত্যেকটি এথেনীয় নাগরিক নগরসভার সদস্য হতে পারতেন। এই নগরসভার অধিবেশন বছরে ১০ বার হত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গেটেলের মতে, ৯ " নগরসভা ছিল এথেন্সের শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সংস্থা "। নগর রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের বিশেষ দায়িত্ব থাকতো এই নগরসভার ওপর। এথেন্সের নগর রাষ্ট্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল ডেমি (Deme)। ডেমি গুলিকে বর্তমানের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের একক হিসেবে পৌরসভার সঙ্গে তুলনা করা যায়। পৌরসভার ওয়ার্ড গুলি , ঠিক যে ধরনের ভূমিকা পালন করে বর্তমানে ঠিক সেই রকমই ভূমিকা পালন করতো নগর রাষ্ট্রের ডেমি গুলি। এথেনীয় নগর

© 2026 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

রাষ্ট্রকে প্রায় একশটি ডেমিতে ভাগ করা হতো। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল বিষয় হিসেবে পৌরসভার ওয়ার্ড এর মত ডেমি গুলি ছিল নগর রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসনের মূল বিষয়। ডেমি গুলি মূলত নগর রাষ্ট্রের নাগরিকদের নামের তালিকা তৈরি করতো এবং সেগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখতো। নগর রাষ্ট্রের ডেমি গুলির মধ্য দিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা নিয়োজিত হত। নগররাষ্ট্রের আরেকটি প্রতিষ্ঠান হল দশ সেনাধ্যক্ষের পর্ষদ। দশ সেনা ধ্যক্ষের পর্ষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নগর রাষ্ট্রগুলিতে। এই পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ছিল 10 জন। এরা সবাই ডেমি গুলির দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হতো। দশ সেনাধ্যক্ষের সদস্যরা পুনরায় পুন:নির্বাচিত হতে পারতেন। এদের মূল কাজ ছিল নগর রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া। নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজনে যাবতীয় দায়- দায়িত্ব পালন করতো এই পরিষদের সদস্যরা। নগর রাষ্ট্রের জরুরি প্রয়োজনে এবং সংকটের ক্ষেত্রে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্কার, ১০" দশ সেনা ধ্যক্ষদের পর্ষদকে আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্যাবিনেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন"। সামরিক ক্ষমতা এবং তার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতো এই দশ সেনাধ্যক্ষের পর্ষদ। আমরা যদি বর্তমানে লক্ষ্য করি তাহলে ভারতবর্ষের কিচেন ক্যাবিনেট ব্যবস্থার সাথে অনেক মিল রয়েছে এই পর্ষদের। ভারতের জরুরি প্রয়োজনে ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিচেন ক্যাবিনেট খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ভূমিকা নিয়ে থাকে। ঠিক একই রকম ভূমিকা পালন করতো এথেনীয় নগর রাষ্ট্রের এই পর্ষদটি। এথেন্স নগর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল পাঁচশতের পরিষদ।পাঁচ শতের পরিষদ হলো নগর রাষ্ট্রের নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত সর্বোচ্চ শাসক সংস্থা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গেটেল, ১১" পাঁচশতের পরিষদকে আধুনিক যুগের শাসন বিভাগের সঙ্গে তুলনা করেছেন"। আধুনিক যুগের শাসন বিভাগ গুলি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজগুলি করে থাকে, ঠিক তেমনি এই পরিষদ নগর রাষ্ট্রে সরকারের সমস্ত রকমের কাজকর্ম পরিচালনা করতো। পাঁচ শতের পরিষদ যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত তার ক্ষেত্রে নগরসভার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও সমর্থন থাকতো। এই পরিষদ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভোগ করে থাকতো। শেষ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হল আদালত ব্যবস্থা। এথেনীয় নগর রাষ্ট্রের আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। আদালতের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা হিসাবে থাকতো ৫০১ জন। এছাড়া ৬ ০০০ জন সদস্যের একটি জুরি ব্যবস্থা গড়ে উঠত। জুরি বিচারকরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী সমস্ত মামলার ক্ষেত্রে বিচার করতে পারতেন। এর বিরুদ্ধে কোনরকম ভাবে আপিল করার ক্ষমতা ছিল না। আদালতের রায় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো। এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপটি ফুটে উঠতো নগর রাষ্ট্রগুলিতে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যাবাইন ও থরসনের মতে, ১১" এথেনীয় আদালত সমূহ ছিল সমগ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর "। নগর রাষ্ট্রের আদালতকে বিবেচনা করা হতো সমগ্র নাগরিকের প্রতিনিধি হিসাবে। আদালত গুলি শুধুমাত্র যে বিচারের কাজ করতো তা নয়। তার সাথে সাথে নগর রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন গুলির বৈধতা বিচারের ক্ষমতা ভোগ করে থাকতো। আমরা বর্তমান ভারত রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ করি যে, আদালত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। কোন নাগরিক যদি আইনের বৈধতা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতো তাহলে এথেনীয় আদালত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারতো। এক্ষেত্রে আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে কিংবা আপত্তিকর যে সমস্ত আইন গুলি থাকতো তা বাতিল করে দিত আদালত গুলি।

প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলিতে অগ্রগতি ও উন্নতির প্রসার ঘটেছিল।তা সত্বেও এথেন্স সহ অন্যান্য নগর রাষ্ট্রগুলিতে অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পারস্পরিক বৈরিতা ও যুদ্ধ। বিশেষ করে পারসিক আক্রমণের পরে থেকে এথেন্সের ও স্পার্টার মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার মিলন ঘটলেও তা চিরস্থায়ী হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১ খ্রিস্টাব্দে স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যা ইতিহাসে "পেলোপনেসীয়" যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ ২৭ বছর ধরে চলে.। যার ফলে নগর রাষ্ট্রে বিপর্যয় নেমে আসে। যুদ্ধে এথেন্স পরাজিত হলেও স্পার্টার কিন্তু কোন অগ্রগতি হয়নি। কারণ দীর্ঘ 27 বছর ধরে চলা যুদ্ধে দুপক্ষেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। যা গ্রিক নগর রাষ্ট্রকে সংকটের মধ্যে ফেলে দেয়। শুধু তাই নয় উৎপাদন ব্যবস্থার মূল দিক যেহেতু ক্রীতদাসরা ছিল, তাই দাস অধিক পরিমাণে রাখার জন্য প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। ফলস্বরূপ নগর রাষ্ট্রগুলিতে দেখা দিত ব্যাপক হানাহানি ক্ষয়ক্ষতি ও সম্পদের ক্ষতি। এই প্রেক্ষিতে নগর রাষ্ট্রগুলি দুর্বল হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার অভাব বিলীন হয়ে যায়। তাছাড়া নগর রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিক শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সংঘর্ষ দেখা দিত। এর মধ্য দিয়ে একটা অসম্প্রতির পরিবেশের সৃষ্টি হতো, যা গৃহযুদ্ধের মধ্যে পরিস্থিতি তৈরি করে দিত। গ্রীক নগর রাষ্ট্রের সংকটের আরেকটি কারণ হলো দাস প্রথা। ক্রীতদাসেরা উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকতো। ফলে তাদের মানবাধিকার সহ কোন অধিকার থাকতো না। ক্রীতদাসরা কাজ করতো , নিস্প্রাণ যন্ত্রের মতো। গ্রিক নাগরিকেরা বা দাস মালিকেরা উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসাবে যন্ত্রপাতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। এর ফলে উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বোঝাই ছিল। ফলশ্রুতি হিসাবে উৎপাদনের হার নির্ধারিতভাবে কমতে থাকে। যার জন্য গ্রিক নগর রাষ্ট্রে ঘনিয়ে আসে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট।

4. CONCLUSION

পাশ্চাত্যের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন চিন্তাভাবনা ও যুক্তির আলোকে প্রাচীন গ্রিসের ভূমিকা ছিল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন

© 2026 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে ও স্বাধীনভাবে থাকতো। জনসংখ্যার দিক থেকে কোনোভাবেই আধুনিককালের কোন নগর বা শহরের সঙ্গে তুলনায় আসে না। প্রাচীন গ্রিসে নগর রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক অবস্থান বজায় থাকতো। আধুনিক কালে যে গণতন্ত্রের ধারণা আমরা পাই তার মূল উৎস নিহিত ছিল প্রাচীন গ্রিসে। শুধু তাই নয় নাগরিকদের মধ্যে স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ, বিচার ব্যবস্থা সবকিছুই কিন্তু বর্তমান দিনের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে পরিস্ফুটিত হচ্ছে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, প্রাচীন গ্রিক সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে ক্রীতদাস তথা দাস এবং নারীদের সমানভাবে অধিকার প্রদান করা হতো না। ক্রীতদাসদের ন্যায়বিচারের বাইরে রাখা হতো। কারণ প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রে তাদের নাগরিক অধিকার ছিল না। তাদের মান- মর্যাদা,অধিকার,সবটাই অবহেলিত হতো।। যা কিন্তু আধুনিক যুগের ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজের বিশেষ কিছু শ্রেণীকে অবহেলিত করে সমাজের উন্নতি সাধন ঘটানো সম্ভবপর হয় না। আমরা এখনো স্বাধীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই বর্ণ ব্যবস্থা, জাত ব্যবস্থা ও উচ্চ -নিচ ভেদাভেদ। প্রাচীন গ্রিসের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও ক্রীতদাসদের ও নারীদের অবহেলিত করে রাখা ছিল গ্রীক নগর রাষ্ট্রের একটি নেতিবাচক দিক। যা তাদের ঐক্যবদ্ধতা ও অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে খ্রিস্টপূর্বোকালের প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রে দাস ব্যবস্থা থাকা যৌক্তিকতা ছিল। কারণ সেই সময়ের সমগ্র ইউরোপে দাস ব্যবস্থা চালু ছিল। দাস ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতো সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতা। তাই কালের বিচারে গ্রিক নগর রাষ্ট্র এটি গ্রহণীয় ছিল। সর্বোপরি প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের বিশেষ করে এথেনীয় নগর রাষ্ট্রের অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলির জনগণ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সমাজে জীবন যাপন করতো। সমাজ জীবন থেকে রাষ্ট্র জীবনকে পৃথক করা যেত না। এই মেলবন্ধনই গ্রীক নগর রাষ্ট্রকে অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। অধ্যাপক স্যাবাইন উল্লেখ করেছেন যে, ১২ " আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এত বৃহৎ এত নৈব্যর্তিক এবং এত দূরত্ব বজায় রেখে চলে যে,, তাদের পক্ষে নাগরিকদের আধুনিক জীবনের শূন্যস্থান গুলি পূরণ করা সম্ভব হয় না, যা গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল "।

REFERENCE

1. সোম ডঃ সুভাষচন্দ্র। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস* ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড; পৃষ্ঠা নং: ২৭।
2. প্রামানিক নিমাই, রায় সুশীল রঞ্জন। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্র চিন্তার রূপরেখা* ছায়া প্রকাশনী; পৃষ্ঠা নং: ১৮।
3. প্রামানিক নিমাই, রায় সুশীল রঞ্জন। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার রূপরেখা* ছায়া প্রকাশনী; পৃষ্ঠা নং: ১৮।
4. বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতাভ। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস* সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩; পৃষ্ঠা নং: ৯।
5. বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতাভ। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস* সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩; পৃষ্ঠা নং: ৯।
6. বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতাভ। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস* সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩; পৃষ্ঠা নং: ১০।
7. মুখোপাধ্যায় অমল কুমার। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা পরিক্রমা* শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা-৬; পৃষ্ঠা নং: ২।
8. বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতাভ। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস* সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩; পৃষ্ঠা নং: ৯।
9. প্রামানিক নিমাই, রায় সুশীল রঞ্জন। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা রূপরেখা* ছায়া প্রকাশনী; পৃষ্ঠা নং: ২১।
10. প্রামানিক নিমাই, রায় সুশীল রঞ্জন। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা রূপরেখা* ছায়া প্রকাশনী; পৃষ্ঠা নং: ২২।
11. প্রামানিক নিমাই, রায় সুশীল রঞ্জন। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা রূপরেখা* ছায়া প্রকাশনী; পৃষ্ঠা নং: ২১।
12. সোম ডঃ সুভাষচন্দ্র। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস* ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড; পৃষ্ঠা নং: ২৮-২৯।

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

সত্য বর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা অঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী একজন গবেষক। তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র প্রাচীন ইতিহাস, রাষ্ট্রচিন্তা ও সংস্কৃতি। তিনি বিভিন্ন একাডেমিক প্রবন্ধ রচনায় নিয়োজিত এবং জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখার চেষ্টা করছেন।

© 2026 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/